গুল বাগিচা

নজ্‌রুল্‌ ইস্‌লাম

দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

প্রকাশক—
দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরীর পক্ষে
আবদুর রহিম খান,
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৩৪০

মূল্য এক টাকা
শোভন সংস্করণ ১।০

৩৩-এ মদন মিত্র লেন, বাণী প্রেস হইতে
শ্রীললিতমোহন মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত
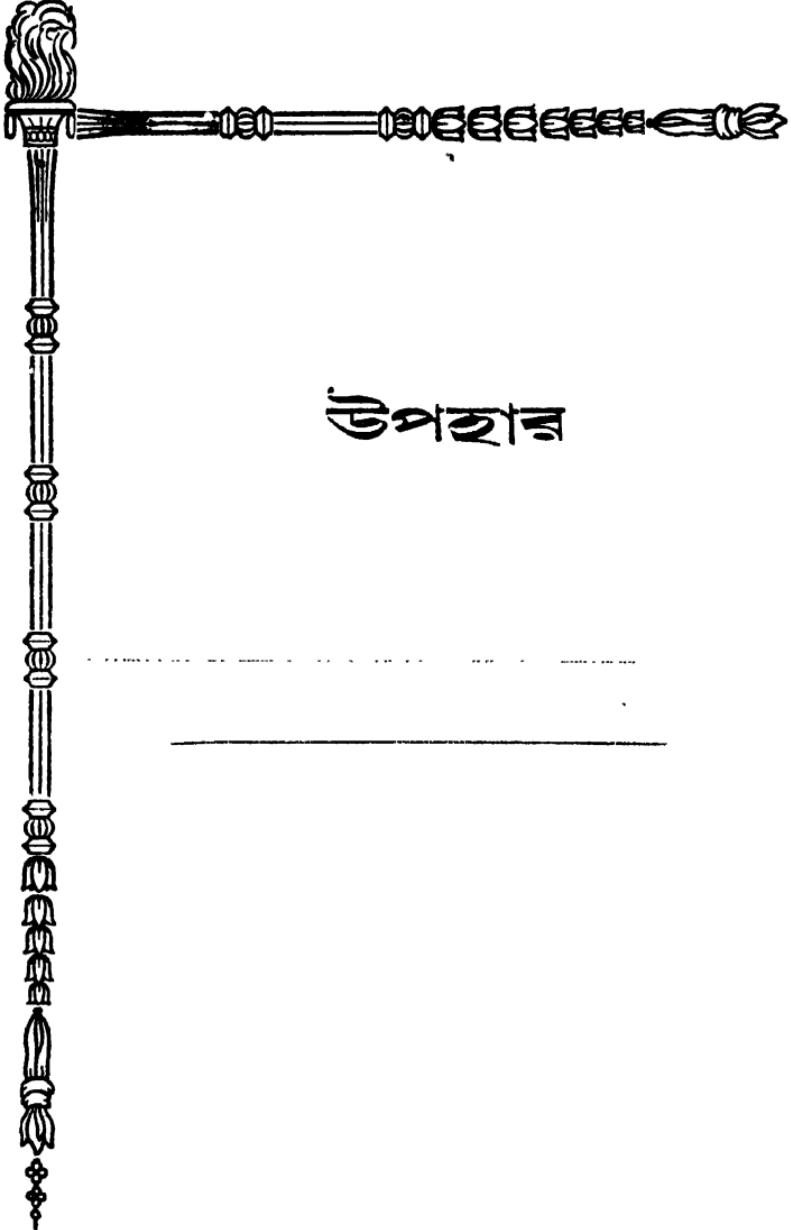
উপহার

প্রিয়জনকে উপহার দিবার মত ক'খানা বই

কোরান কণিকা	১৲
নির্ম্মাল্য ...	১৲
আল্-কোরআন ...	১৲
ঐ উর্দ্দু ...	৸৹
পথের গান ...	১৲
বন্দীর বাঁশী ...	১৲

কামালপাশা	১।৹
গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ	২৲
বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ	১॥৹
হজরতের অমৃতবাণী	॥৶৹
অশ্রুরেখা ...	১॥৹
জয়পরাজয় ...	১৲

উৎসর্গ-পত্র

—:*:—

("স্বদেশী মেগাফোন-রেকর্ড্ কোম্পানী"র স্বত্বাধিকারী)

আমার অন্তরতম বন্ধু

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ

অভিন্নহৃদয়েষু—

বন্ধু ! আমারে বাঁধিয়াছ তুমি অশেষ ঋণে,
দুঃসময়ের দুর্য্যোগ-রাতে দারুণ দিনে।
তোমার করুণা নির্ঝরিণীর স্রোতের সম
নামিয়া এসেছে রৌদ্র-দগ্ধ মরুতে মম।
কে জানে, কোথায় তুমি মোর সাথী বন্ধু ছিলে,
আত্মার আত্মীয়রূপে তাই ধরা কি দিলে ?
বিরাট তোমার প্রাণের ছায়ায় জুড়াতে পেয়ে,
ঘুমন্ত মোর গানের বিহগ উঠেছে গেয়ে
তেমনি করিয়া, গাহিত যেমন প্রথম প্রাতে ;—
দেবতার ছোঁওয়া পেয়েছি তোমার উষ্ণ হাতে।

তুমি যোগী, আমি বিয়োগ-বিধুর, আজ দু'জনে
যোগ-বিয়োগের মিলন ঘটালে শুভক্ষণে।
বিত্ত তোমার রোধিতে পারেনি চিত্ত-গতি,
পর্ব্বত-বাধা ভেঙে চলে যেন স্রোতস্বতী।
রৌপ্য হয়েছে রূপের কমল পরশে তব,
আড়াল করিতে পারেনি তোমারে তব বিভব।
গানের সওদা করিতে আসিয়া তোমার দেশে,
ওগো অপরূপ সদাগর, প্রাণ দিয়াছি হেসে!
দিয়াছ অনেক, চাহনি কিছুই, করনি হিসাব,
বে-হিসাবী কথা কহি হর্দ্দম্ আমারো স্বভাব।
মিলিয়াছি ভালো বে-হিসাবী দুই বন্ধু মোরা,
গীতালির দেশে মিতালি মোদের স্বপ্নে ভরা।...
দেবতার ঋণ শুধিতে কি পারে মানুষ কভু?
"গুল্-বাগিচা"র পুষ্পাঞ্জলি দিলাম তবু।

কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩৩৯

সখ্য-ধন্য
নজরুল ইস্‌লাম

দু'টী কথা

দুই চারিটী ছাড়া "গুল্-বাগিচা"র সমস্ত গানগুলি "স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড্ কোম্পানী" রেকর্ড্ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই অনুগ্রহের জন্য আমি অশেষ ঋণে ঋণী।

"গুল্-বাগিচা"য় ঠুংরী, গজল, দাদ্রা, চৈতী, কাজরী, স্বদেশী, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী, ইস্‌লামী ধর্ম্ম-সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন ঢং-এর গান দেওয়া হইল। আমার সৌভাগ্যবশতঃ ইহার প্রায় সমস্ত গানগুলিই ইতিমধ্যে লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

সুর-শিল্পী শ্রীমান জ্ঞান দত্ত ও শ্রীকামাখ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার এই গানগুলি আর্টিষ্ট্‌দের শিখাইবার সময় যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহারা আমার অনুজ-প্রতিম, আশীর্ব্বাদ করি, ইঁহাদের সঙ্গীত-সাধনা সফল হউক।

"গ্রেট্ ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী"র কর্ত্তৃপক্ষকে ইহার বহিসেষ্ঠবের জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কবি শ্রীমান্ খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন "গুল্-বাগিচা"র প্রুফ ও অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব না, তিনি আমার পরম স্নেহভাজন।

আমার অন্যান্য গানের বইএর মত "গুল্-বাগিচা"ও সমাদর লাভ করিবে—আশা করি। ইতি—

বিনীত—

নজ্‌রুল্ ইস্‌লাম

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

নজরুল ইসলাম

[illegible]

গুল বাগিচা

সিন্ধু-কাফি—লাউনী

গুল্‌-বাগিচার বুল্‌বুলি আমি
রঙীন প্রেমের গাই গজল।
অনুরাগের লাল শারাব্‌ মোর
চোখে ঝলে ঝলমল্‌॥

আমার গানের মদির ছোঁওয়ায়
গোলাপ-কুঁড়ির ঘুম টু'টে যায়,
সে গান শুনে প্রেম-দীওয়ানা
কবির আঁখি ছলছল॥

লাল শিরাজীর গেলাস-হাতে তন্বী সাকী পড়ে ঢু'লে,
আম্মার গানে মিঠা পানির লহর বহে নহর-কূলে।
ফু'টে ওঠে আনার-কলি
নাচে ভ্রমর রঙ্-পাগল ॥

সে-স্বর শুনে দিশাহারা
ঝিমায় গগন ঝিমায় তারা,
চন্দ্র জাগে তন্দ্রাহারা
বনের চোখে শিশির-জল ॥

——*——

মিশ্রপিলু—দাদ্‌রা

সোনার মেয়ে ! সোনার মেয়ে !
তোমার রূপের মায়ায় আমার
নয়ন ভুবন গেল ছেয়ে ॥

ঝরে তোমার রূপের ধারা—
চন্দ্র জাগে তন্দ্রা হারা,
আকাশ-ভরা হাজার তারা
তোমার মুখে আছে চেয়ে ॥

কোন্‌ গ্রহ-লোক ব্যথায় ভ'রে
কোন্‌ অমরা শূন্য ক'রে
রাখ্‌লে চরণ ধরার পরে
রঙ্‌-সাগরের রঙে নেয়ে ॥

শিল্পী আঁকে তোমার ছবি,
তোমারি গান গাহে কবি,
নিশীথিনী হারিয়ে রবি
চাঁদ হাতে পায় তোমায় পেয়ে ॥

——•——

মাঢ়—লাউনী

বকুল চাঁপার বনে কে মোর
চাঁদের স্বপন জাগালে।
অনুরাগের সোনার রঙে
হৃদয়-গগন রাঙালে ॥

ঘুমিয়ে ছিলাম কুমুদ-কুঁড়ি
বিজন ঝিলের নীল জলে,
পূর্ণ শশী তুমি আসি
আমার সে ঘুম ভাঙালে ॥

হে মায়াবী! তোমার ছোঁওয়ায়
সুন্দর আজ আমার তনু।
তোমার মায়া রচিল মোর
বাদল-মেঘে ইন্দ্রধনু ॥

তোমার টানে, হে দরদী,
দোল খেয়ে যায় কাঁদন-নদী,
কূল হারা মোর ভালবাসা আজকে কূলে লাগালে

—*—

ভৈরবী মিশ্র—কার্ফা

আঁখি-বারি আঁখিতে থাক, থাক ব্যথা হৃদয়ে।
হারাণো মোর বুকের প্রিয়া রইবে চোখে জল হ'য়ে॥
নিশি-শেষে স্বপন-প্রায়
নিলে তুমি চির-বিদায়,
ব্যথাও যদি না থাকে হায়,
বাঁচিব গো কি ল'য়ে॥

ভালবাসার অপরাধে
প্রেমিক জনম জনম কাঁদে,
কুসুমে কীট বাসা বাঁধে
শত বাধা প্রণয়ে।
আজকে শুধু করুণ গীতে
কাঁদিতে দাও দাও কাঁদিতে,
আমার কাঁদন-নদীর স্রোতে
বিরহের বাঁধ যাক্ ক্ষ'য়ে।

—*—

মাঢ় মিশ্র—লাউনী

ভুল ক'রে কোন্ ফুল-বিতানে
গানের পাখী পথ হারালি।
প্রেম-সমাধির বুকে এ-যে
সাজানো ম্লান ফুলের ডালি॥

বান-বেঁধা বুক ল'য়ে কোথায়
উড়ে এলি শান্তি আশায়,
চোখের জলের নদীর পাশেই
রয় নিরাশার চোরা-বালি॥

জানিস্‌নে তুই ফুলের বনে
কাল-সাপিনী রয় গোপনে,
তৃষ্ণা-কাতর হৃদয়ে তোর
বিষের জ্বালা দিলি ঢালি॥

আলেয়ারই আলোয় ভু'লে
এলি এ-কোন্ মরণ-কূলে
হৃদয়ের এ শশ্মান-ভূমে
প্রেমের চিতা জ্বল্‌ছে খালি॥

—•—

বারোয়াঁ মিশ্র—কাফ্‌ণ

পথ চলিতে যদি চকিতে
কভু দেখা হয় পরাণ-প্রিয়।
চাহিতে যেমন আগের দিনে
তেমনি মদির-চোখে চাহিও ॥

যদি গো সেদিন চোখে আসে জল
লুকাতে সে-জল করিওনা ছল,
যে-প্রিয় নামে ডাকিতে মোরে
সে-নাম ধ'রে বারেক ডাকিও ॥

তোমার বঁধু পাশে যদি রয়
মোর-ও প্রিয় সে, করিও না ভয়,
কহিব তারে, 'আমার প্রিয়ারে
আমারো অধিক ভালবাসিও।'
বিরহ-বিধুর মোরে হেরিয়া
ব্যথা যদি পাও, যাব সরিয়া,
রবনা হ'য়ে পথের কাঁটা
মাগিব এ বর—মোরে ভুলিও ॥

—*—

পিলু-বারোয়াঁ—কার্ফা

কেন ফোটে কেন কুসুম ঝ'রে যায়।
মুখের হাসি চোখের জলে ম'রে যায়॥

নিশীথে যে কাঁদিল গলা ধ'রে
নিশি-ভোরে সে কেন হায় স'রে যায়॥

আজ যাহার প্রেম করে গো রাজাধিরাজ
কাল কেন সে চির-কাঙাল ক'রে যায়॥

হায়, অভিমান খেলার ছলে
ফেরে না আর যে যায় চ'লে,
মিলন-মালা মলিন ধূলায় ভ'রে যায়॥

—*—

খাম্বাজ মিশ্র—কার্ফা

তোমার কুসুম-বনে আমি আসিয়াছি ভু'লে।
তবু মুখপানে প্রিয় চাহ আঁখি তু'লে॥

দেখি সে-দিনের সম
ভু'লে-যাওয়া স্মৃতি মম
তব ও-নয়নে আজো ওঠে কি না দু'লে॥

আসিয়াছি ভুল ক'রে, জানি ভুলেছ তুমিও,
ক্ষণেকের তরে তবু এ-ভুল ভেঙোনা প্রিয়।
তীর্থে এসেছি মোর দেবীর দেউলে॥

তোমার মাধবী-রাতে
আসিনি আমি কাঁদাতে,
কাঁদিতে এসেছি একা বিদায়-নদীর কূলে॥

——*——

ভীমপলশ্রী—কার্ফা

কত কথা ছিল বলিবার, বলা হ'ল না ।
বুকে পাষাণ সম রহিল তারি বেদনা ॥

মনে রহিল মনের আশা,
মিটিল না প্রাণের পিপাসা,
বুকে শুকালো বুকের ভাষা
মুখে এলো না ॥

এত চোখের জল এত গান,
এত সোহাগ আদর অভিমান
কখন সে হ'ল অবসান
বোঝা গেল না ॥

ঝরিল কুসুম যদি হায়,
কেন স্মৃতির কাঁটাও নাহি যায়,
বুঝিলনা কেহ কারো মন
বিধির ছলনা ॥

———•———

ভৈরবী মিশ্র—কার্ফা

বুকে তোমায় নাইবা পেলাম
রইবে আমার চোখের জলে।
ওগো বঁধু! তোমার আসন
গভীর ব্যথায় হিয়ার তলে॥

আস্‌বে যখন তিমির-রাতি
রইবে না কেউ জাগার সাথী,
আস্‌ব সে-দিন জ্বাল্‌ব বাতি,
মুছ্‌ব নয়ন-জল আঁচলে॥

নাই বা হ'লাম প্রিয় তোমার,
বন্ধু হ'তে দোষ কি বঁধু?
মুখের 'মধু'র তৃষ্ণা শেষে
আমি দিব বুকের মধু।
আমি ভালবাসিনি ত',
ভালবাসা পাবার ছলে॥

বাহুর পাশে প্রিয়ায় বেঁধে
আমার তরে উঠ্‌বে কেঁদে,
সেই তো আমার জয় গো, প্রিয়,
অন্তরে রই, রই না গলে ॥

তিলক-কামোদ মিশ্র—দাদ্‌রা

বৃথা তুই কাহার পরে করিস্ অভিমান।
পাষাণ-প্রতিমা সে-যে হৃদয় পাষাণ ॥

রূপসীর নয়নে জল নয়ন-শোভার তরে,
ও-শুধু মেঘের লীলা নভে যে বাদল ঝরে,
চাতকের তরে তাহার কাঁদে না পরাণ ॥

প্রণয়ের স্বপন-মায়া
ধরিতে মিলায় কায়া,
গো-ধূলির রঙের খেলা ক্ষণে অবসান ॥

ফোটে ফুল কানন ভ'রে
সে কি তোর মালার তরে ?
প্রেমে হায় জোর চলে না, নাহি প্রতিদান

——*——

পিলু—দাদ্‌রা

পিয়া পাপিয়া পিয়া বোলে।
"পিউ পিউ পিউ কাঁহা"
পাপিয়া পিয়া বোলে ॥

সে পিয়া পিয়া স্বরে
বাদল ঝুরে,
নদী-তরঙ্গ দোলে।
কূলে কূলে কুলু-কুলু
নদী-তরঙ্গ দোলে ॥

ফুটিল দল মেলি'
কেতকী, বেলি,
শিখী পেখম খোলে,
দু'লে দু'লে দু'লে নে'চে
শিখী পেখম খোলে ॥

পিয়ায় যারা নাহি পেল হেথায়, তাহারা কি
এসেছে ধরায় পুনঃ হইয়া পাপিয়া পাখী।
দেখিয়া ঘরে ঘরে তরুণীর কালো আঁখি
"পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা" আজিও উঠিছে ডাকি।
পিয়া পাপিয়া পিয়া বোলে ॥

বাগেশ্রী—কার্ফা

'চোখের নেশার ভালবাসা সে কি কভু থাকে গো।
জাগিয়া স্বপনের স্মৃতি স্মরণে কে রাখে গো ॥
তোমরা ভোলো গো যারে
চির-তরে ভোলো তারে,
মেঘ গেলে ছায়া তার থাকে কি আকাশে গো ॥

পুতুল লইয়া খেলা
খেলেছ বালিকা-বেলা
খেলিছ পরাণ ল'য়ে আজো সে পুতুল-খেলা,
ভাঙিছ গড়িছ নিতি হৃদয়-দেবতাকে গো ॥
চোখের ভালবাসা গ'লে
শেষ হ'য়ে যায় চোখের জলে,
বুকের ছলনা সে কি আঁখি-জলে ঢাকে গো ॥

—*—

ভৈরবী—লাউনী

এ কুঞ্জে পথ ভুলি কোন্ বুলবুলি আজ
গাইতে এলে গান।
বসন্ত গত মোর আজ পুষ্প-বিহীন
লতিকা-বিতান ॥

এলে কি দলিতে আজ ধূলি-ঢাকা
ফুল-সমাধি মোর,
নাহি আর চৈতি হাওয়া, বহে আজি
বৈশাখী তুফান ॥

সাজায়ে ফুলের বাসর ছিনু তব পথ চেয়ে,
সে-বাসর বাসি হ'ল, কেঁদে নিশি হ'ল অবসান ॥

বাজে মোর তোরণ-দ্বারে
খেলা-শেষের বিদায়-বাঁশরী,
ফিরে যাও শেষ-অতিথি
দাও যেতে দাও ল'য়ে অভিমান ॥

—*—

(ভজন)

কোন্ কুসুমে তোমায় আমি
পূজিব নাথ বল বল।
তোমার পূজার কুসুম-ডালা
সাজায় নিতি বনতল।

কোটি তপন চন্দ্র তারা
খোঁজে যারে তন্দ্রাহারা
খুঁজি তারে ল'য়ে আমার
ক্ষীণ এ নয়ন ছল ছল

বিশ্ব ভুবন দেউল যাহার
কোথায় রচি মন্দির তাঁর,
লও চরণে ব্যথায়-রাঙা
আমার হৃদয়-শতদল

—*—

চৈতী—কার্ফা

পর পর চৈতালী-সাঁঝে কুসুমী সাড়ী।
আজি তোমার রূপের সাথে চাঁদের আড়ি॥

প'রো ললাটে কাঁচপোকার টীপ,
তুমি আলতা প'রো পায়ে হৃদি নিঙাড়ি'॥

প্রজাপতির ডানা-ঝরা সোনার টোপাতে,
ভাঙা ভুরু জোড়া দিও রাতুল শোভাতে।
বেল-যূথিকার গো'ড়ে মালা প'রো খোঁপাতে,
দিও উত্তরীয় শিউলি-বোঁটার রঙে ছোপাতে।
রাঙা সাঁঝের সতিনী তুমি রূপ-কুমারী॥

—*—

মালবশ্রী মিশ্র—লাউনী

ঝুমকো-লতার চিকণ পাতায়
দেখেছি তোমার লাবণী প্রিয়া।
মহুয়া-ফুলের মদির গন্ধে
তোমারই মুখ-মদের অমিয়া ॥

শুকতারায় তব নয়নের মায়া,
তমাল-বনে তারি স্নিগ্ধ ঘন ছায়া,
তাল পিয়ালে হেরি দীঘল তনু তব,
ইহুদী দুল্ দুলে শশী-লেখায় নব,
ডালিম-দানাতে তব গালের লালী,
তোমারি স্বরে গাহে পিয়া পাপিয়া

—*—

পিলুকাফি মিশ্র— ঠুম্‌রী

বরষ মাস যায়—সে নাহি আসে,
বরষ মাস যায়।
সখিরে সেই চাঁদ ওঠে নভে
ফুলবনে ফুল ফোটে বৃথায়॥

একা সহি' মৌন হৃদয় ব্যথা,
আমার কাঁদন শুনি'
সে মোর যদি ব্যথা পায়॥

মরমর ধ্বনি' শুনি' পল্লবে চমকিয়া উঠি সখি
ভাবি বুঝি বঁধু মোর আসিল।
যে যায় চলিয়া, চলিয়া সে যায় চিরতরে
ফিরে আর আসে না সে হায়॥

—*—

বারোয়াঁ মিশ্র—কার্ফা

আমার বিজন ঘরে হেসে এল পথিক মুসাফির-বেশে।
সরমে মরিয়া তারে শুধাই, তরুণ পথিক কি তব চাই।
সে কহে,—যা দাও লইব তাই

দিনু তারে খোঁপার ফুল,
সে কহে,—এ নহে, ক'রেছ ভুল।
কহিনু,—ভিখারী কি তবে চাও ?
সে কহে,—গলার মালাটী দাও॥

বসিতে তারে দিনু আসন,
দাঁড়ায়ে রহে সে করুণ-নয়ন।
কহিনু,—কি চাহ ওগো শ্যামল ?
সে কহে,—তোমার আধেক আঁচল

কহিনু,—কেন এ আঁখি-পানে
চাহিয়া রয়েছ এক ধ্যানে ?
আমার চোখে কি চাও বঁধু ?
সে কহে,—অনুরাগের মধু ॥

কহিনু,—হে প্রিয় নাহি যে ঠাঁই,
ভাঙা কুটীর, চাঁদে কোথায় বসাই
কহিল না কথা অভিমানী—
কি হ'ল শেষে সই নাহি জানি।
হেরিনু প্রভাতে পাশে মম
ঘুমায় আমার প্রিয়তম ॥

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

ভেঙোনা ভেঙোনা বঁধু তরুণ চামেলি-শাখা ।
ফুলের নজ্‌রানা এর আজিও পাতায় ঢাকা ॥

কুঞ্জ-দ্বারে থাকি' থাকি' বৃথা এত ডাকাডাকি,
আজিও এ বনের পাখী ঘুমায় হের গুটিয়ে পাখা ॥

অসময়ে হে রসময় ভাঙিয়োনা লতার হৃদয়,
তনুতে এলে অনুরাগ হেরিবেনা ফাঁকা ফাঁকা ॥

আস্‌ছে-ফাগুন-মাসে আসিও ইহার পাশে,
আজ যে-লতা কয়না কথা, সেদিন তায় যাবে না রাখা ॥

—*—

দেশীটোড়ি মিশ্র—কাফ।

আসিলে কে গো বিদেশী
দাঁড়ালে মোর আঙিনাতে।
আঁখিতে ল'য়ে আঁখি-জল
লইয়া ফুল-মালা হাতে ॥

জানিনা চিনিনা তোমায়,
কেমনে ঘরে দিব ঠাঁই,
অমনি আসে তো সবাই
হাতে ফুল, জল নয়ন-পাতে ॥

কত-সে প্রেম-পিয়াসী প্রাণ
চাহিছে তোমার হাতের দান,
কাঁদায়ে কত গুলিস্তাঁন
আমারে এলে কাঁদাতে ॥

ফুলে আর ভোলে না মোর মন, গলেনা নয়ন-জলে,
ভুলিয়া জীবনে একদিন আজিও জ্বলি জ্বালাতে ॥
পাষাণের বুকে নদী বয়, যে পাষাণ সে পাষাণই রয়,
ও শুধু প্রতারণা ছল, নয়নে নীর, নিঠুর হৃদয়।
আমারে মালারি মতন দলিবে নিশি-প্রভাতে ॥

ইমন্ মিশ্র—দাদ্‌রা

এসো বঁধু ফিরে এসো, ভোলো ভোলো অভিমান
দিব ও চরণে ডারি' মোর তনু মন প্রাণ ॥

জানি আমি অপরাধী তাই দিবানিশি কাঁদি,
নিমিষের অপরাধের কবে হবে অবসান ॥

ফিরে গেলে দ্বারে আসি বাসি কিনা ভালোবাসি,
কাঁদে আজ তব দাসী, তুমি তার হৃদে ধ্যান ॥

সে-দিন বালিকা-বধূ সরমে মরম-মধু
পিয়াতে পারিনি বঁধু আজ এসে কর পান ॥

ফিরিয়া আসিয়া হেথা দিও দুখ দিও ব্যথা,
সহেনা এ নীরবতা হে দেবতা পাষাণ ॥

—*—

ভীমপলশ্রী—কার্ফা

নাহি কেহ আমার ব্যথার সাথী।
জ্বলি পিল্‌সুজে একা মোমের বাতি ॥

পতঙ্গ সুখী—পুড়ে এক নিমেষে,
পুড়িয়া মরি আমি সারা রাতি ॥

আসে যে সুখের দিনে বন্ধুরূপে,
অসময়ে যায় স'রে চুপে চুপে।
উড়ে গেছে অলি ফুল ঝ'রেছে বলি'
কাঁদি একাকী কণ্টক-শয্যা পাতি ॥

কেহ কারো নয় তবু প্রাণ কাঁদে,
চকোর চাহে যেন সুদূর চাঁদে,
শুধু বেদনা পাই প্রেম-মোহে মাতি ॥

—*—

তিলক কামোদ মিশ্র—কার্ফা

মাধবী-লতার আজি মিলন সখি
শ্যাম সহকার তরুর সাথে।
আকাশে পূর্ণিমা-চাঁদের জল্‌সা
হের গো তাই আজি চৈতালী রাতে ॥

ফুলে ফুলে তার ফুল্ল তনু-লতা,
গাহিয়া ওঠে পাখী, 'বউ গো কও কথা';
স্বর্ণলতার শতনোরী হার
দুলিছে গলায় রাতুল শোভাতে ॥

তারি আমন্ত্রণ-লিপি থরে থরে
শ্যামল পল্লবে কুসুম-আখরে।
তরুলতা দুলে পুলকে নাচি নাচি
মিলন-মন্ত্র গাহিছে মৌমাছি,
আল্‌পনা আঁকে আলো ও ছায়াতে ॥

——*——

কাজরী—দাদ্‌রা

আজি এ বাদল দিনে
কত কথা মনে পড়ে।
হারাইয়া গেছে প্রিয়া
এমনি বাদল ঝড়ে ॥

আমারি এ বুকে থাকি'
ঘুমাত সে ভীরু পাখী,
জলদ উঠিলে ডাকি'
লুকাত বুকের পরে ॥

মোর বুকে মুখ রাখি' নিবিড় তিমির কাঁদে
আমার প্রিয়ার মত বাঁধিয়া বাহুর বাঁধে।

কোথায় কাহার বুকে
আজি সে ঘুমায় সুখে,
প্রদীপ নিভায়ে কাঁদি
একা ঘরে তারি তরে

——*——

দেশ—আদ্ধা কাওয়ালী

বাদল বায়ে মোর নিভিয়া গেছে বাতি।
তোমার ঘরে আজ উৎসবের রাতি॥

তোমার আছে হাসি, আমার আঁখি-জল,
তোমার আছে চাঁদ, আমার মেঘ-দল ;
তোমার আছে ঘর, ঝড় আমার সাথী॥

শূন্য করি মোর মনের বন-ভূমি,
সেজেছ সেই ফুলে রাণীর সাজে তুমি।

নব বাসর-ঘরে
যাও সে সাজ প'রে
ঘুমাতে দাও মোরে কাঁটার শেজ্ পাতি'॥

——*——

পিলু কাফি—দাদ্‌রা

মেঘের হিন্দোলা দেয় পূব-হাওয়াতে দোলা।
কে দুলিবি এ-দোলায় আয় আয় ওরে কাজ-ভোলা॥

মেঘ-নটীর নূপুর
ঐ বাজে ঝুমুর ঝুমুর,
শীর্ণা-তনু ঝর্ণা তরঙ্গ-উতরোলা॥

ফুল-পসারিণী ঐ দুলিছে বনানী,
বিনিমূলে বিলায় সে সুরভি ফুল ছানি।
আজ ঘরে ঘরে ফুল-দোল্ সব বন্ধ দুয়ার খোলা॥

জলদ-মৃদঙ্গ্ বাজে
গভীর ঘন আওয়াজে,
বাদলা-নিশীথ দুলে ঐ তিমির কুন্তলা॥

——*——

তিলং—কার্ফা

সাধ জাগে মনে পর-জীবনে
তব কপোলে যেন তিল হই।
ভালোবাসিয়া মোরে দিল্ দিবে তুমি
(যেন) আমি তোমার মত বে-দিল্ হই॥

মোর-দেওয়া হার নিলেনা অকরুণা,
যেন হয়ে সে হার তব বক্ষে রই॥

যাহারে ভালোবেসে তুমি চাহনা মোরে
মরিয়া আসি যেন তাহারি রূপ ধ'রে
তুমি হা'র মানিবে আমি হব জয়ী॥

হৃদি নিঙাড়ি' মম আল্‌তা হব পায়ে,
অধরে হব হাসি, রূপ লাবণী গায়ে,
আমার যাহা কিছু তোমাতে হবে হারা,
তুমি জানিবেনা আমা বই॥

—*—

ভৈরবী—কার্ফা

আঁচলে হংস-মিথুন আঁকা
বলাকা-পে'ড়ে সাড়ী দুলায়ে
চলিছে কিশোরী শ্যামা একা
রুমুঝুমু বাজে নুপুর মৃদু পায়ে ॥

ভয়ে ভয়ে চলে আধো-আঁধারে
বিরহী বন্ধুর দূর অভিসারে,
পথ কাঁদে যেয়োনা যেয়োনা যেয়োনা ওগো
থামো ক্ষণেক এ ঠাঁয়ে

——*——

পিলু—কার্ফা

অচেনা সুরে অজানা পথিক
নিতি গেয়ে যায় করুণ গীতি।
শুনিয়া সে গান দু'লে ওঠে প্রাণ
জেগে ওঠে কোন্ হারানো স্মৃতি ॥

ঘুরিয়া মরে উদাসী সে সুর
সাঁঝের কূলে বিষাদ-বিধুর,
নীড়ে যেতে হায় পাখী ফিরে চায়,
আবেশে ঝিমায় কুসুম-বীথি

—*—

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

হেরি আজ শূন্য নিখিল
প্রিয় তোমারি বিহনে।
কোথা হায় তুমি কোথায়
উঠিছে কাঁদন পবনে ॥

কেন বা এলে তুমি কেন বা বিদায় নিলে,
স্বপনে দিয়ে দেখা মিশালে জাগরণে ॥

কান্তা-বিরহে হেথা ক্লান্ত কপোত কাঁদে,
সে কোথায় গেছে উ'ড়ে সাথী তার কোন্ গগনে

আঁধার ঘরে মম কেন জ্বালালে বাতি
যদি নিভায়ে দেবে ছিল গো তোমার মনে ॥

ভাসিয়া চলেছি অ
নিরাশার পাথার-জ

সারং—কার্ফা

কত কথা ছিল তোমায় বলিতে।
ভুলে যাই হয়না বলা পথ চলিতে॥

ভ্রমর আসে যবে বনের পথে,
না-বলা সেই কথা কয় ফুল কলিতে॥

পু'ড়ে মরে পতঙ্গ, দীপ তবু
পারে না বলিতে, থাকে জ্বলিতে॥

সে কথা কইতে গিয়ে গুণীর বীণা
কাঁদে কভু সারং কভু ললিতে॥

যত বলিতে চাই লুকাই তত,
গেল মোর এ-জনম হায় মন ছলিতে॥

———*———

সিন্ধু মিশ্র—দাদ্‌রা

তুমি বর্ষায়-ঝরা চম্পা,
তুমি যূথিকা অশ্রুমতী।
তুমি কুহেলি-মলিন ঊষা
তুমি বেদনা-সরস্বতী॥
কদম-কেশর-কীর্ণা
তুমি পুষ্প-বীথিকা শীর্ণা,
হ'লে ধরণীতে অবতীর্ণা
ক্ষীণ তারকা স্নিগ্ধ জ্যোতি॥
মন্দ-স্রোতা মন্দাকিনী
তুমি কি অলকানন্দা,
আঁধারের-কালো-কুন্তল-ঢাকা
তুমি কি ধূসর সন্ধ্যা?
পাষাণ দেবতা চরণে
তুমি মরেছ অমর মরণে,
তুমি অঞ্জলি ঝরা কুসুমের
তুমি ব্যর্থ ব্যথা-আরতি॥

—*—

মুলতান-কানাড়া মিশ্র—দাদ্‌রা

অঝোর ধারায় বর্ষা ঝরে সঘন তিমির রাতে।
নিদ্রা নাহি তোমায় চাহি আমার নয়ন পাতে॥

ভেজা মাটীর গন্ধ সনে
তোমার স্মৃতি আনে মনে,
বাদ্‌লী হাওয়া লুটিয়ে কাঁদে আঁধার আঙিনাতে

হঠাৎ বনে আস্‌ল ফুলের বন্যা
পল্লবেরই কূলে,
নাগকেশরের সাথে কদম কেয়া
ফুট্‌ল দু'লে দু'লে।

নবীন আমন ধানের ক্ষেতে
হতাশ বায়ু ওঠে মেতে,
মন উ'ড়ে যায় তোমার দেশে
পূব-হাওয়ারই সাথে।

——*——

বেহাগ-মিশ্র—দাদ্‌রা

একলা ভাসাই গানের কমল সুরের স্রোতে
খেলার ছলে ওপার পানে এপার হ'তে ॥

আস্‌বে গো এই গাঙের কূলে হয়ত ভু'লে
আমার প্রিয়া,
খোঁপায় নেবে আমার গানের কমল তু'লে
আমার প্রিয়া।
খুঁজ্‌তে আমায় আস্‌বে সুরের নদী-পথে ॥

নাম-হারা কোন্ গাঁয়ে থাকে অচেনা সে
না-ই জানিলাম, গান ভেসে যাক তাহার আশে।
নদীর জলে আল্‌তা-রাঙা পা ডুবায়ে
রয় সে মেয়ে
গানের কমল লাগে গো তার কমল-পায়ে
উজান বেয়ে।
দিন অমর হয় মোর গান
যায় অমরায় পুষ্প-রথে ॥

—*—

টোড়ি—একতালা

তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ
ডুবিয়া যাই এখন।
দিনের আলোকে ভুলিও তোমার
রাতের দুঃস্বপন॥

তুমি সুখে থাক, আমি চ'লে যাই,
তোমারে চাহিয়া ব্যথা যেন পাই,
জনমে জনমে এই শুধু চাই
না-ই যদি পাই মন॥

ভয় নাই প্রিয়, রেখে গেনু শুধু
চোখের জলের লেখা,
জলের লিখন শুকাবে প্রভাতে
আমি চ'লে যাব একা।

ঊর্দ্ধে তোমার প্রহরী দেবতা,
মধ্যে দাঁড়ায়ে তুমি ব্যথা-হতা,
পায়ের তলার দৈত্যের কথা
ভুলিতে কতক্ষণ

——*——

দেশ মিশ্র—দাদ্‌রা

দুলিবি কে আয় মেঘের দোলায়।
কুসুম দোলে পাতার কোলে
পূবালী হাওয়ায় ॥

অলকা-পরী অলক খু'লে
কাজরী নাচে গগন-কূলে,
বলাকা-মালার ঝুলন ঝুলায় ॥

দাদুরী বোলে, ডাহুকী ডাকে,
ময়ূরী নাচে তমাল-শাখে,
ময়ূর দোলে কদম-তলায় ॥

তটিনী দুলে ঢেউ-এর তালে
নিবিড় আঁধার ঝাউয়ের ডালে,
বেণুর ছায়া ঘনায় মায়া
পরাণ ভোলায় ॥

—*—

ভৈরবী মিশ্র—কার্ফা

কোন দূরে ও কে যায় চ'লে যায়
সে ফিরে ফিরে চায়
করুণ চোখে।
তার স্মৃতি মেশা হায়, চেনা অচেনায়,
তারে দেখেছি কোথায় যেন সে কোন্ লোকে॥

শুনি স্বপ্নে তারি যেন বাঁশী মন-উদাসী,
তারি বার্ত্তা আসে নব মধু-মাসে
পলাশ অশোকে॥

কৃষ্ণ-চূড়ার তার মালা লুটায়
চৈত্র-শেষে বনের ধূলায়।
কান্না-বিধুর
তার ভৈরবী সুর
প্রভাতী তারায় অশ্রু ঘনায়।
চির-বিরহী চিনি ওকে॥

——*——

পিলু—কার্ফা

রিমি ঝিম্ রিমি ঝিম্ ঐ নামিল দেয়া।
শুনি শিহরে কদম, বিদরে কেয়া ॥

ঝিলে সাপ্‌লা কমল
ওই মেলিল দল,
মেঘ-অন্ধ গগন, বন্ধ খেয়া ॥

বারি-ধারে কাঁদে চারিধার,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ দুয়ার ;
তেপান্তরে নাচে একা আলেয়া ॥

কাঁদে চখা চখি, কাঁদে বনে কেকা,
দীপ্ নিভায়ে কাঁদি আমি একা,
আজ মনে পড়ে সেই মন দেয়া-নেয়া ॥

——*——

পিলুমিশ্র—রূপক

পাষাণ-গিরির বাঁধন টু'টে
নির্ঝ'রিণী আয় নেমে আয়।
ডাক্‌ছে উদার নীল পারাবার
আয় তটিনী আয় নেমে আয়॥

বেলা-ভূমে আছ্‌ড়ে প'ড়ে
কাঁদ্‌ছে সাগর তোরি তরে,
তরঙ্গেরি নূপুর প'রে
জল্‌-নটিনী আয় নেমে আয়॥

দুই ধারে তোর জল ছিটিয়ে
ফুল ফুটিয়ে আয় নেমে আয়,
শ্যামল তৃণে চঞ্চল অঞ্চল লুটিয়ে
আয় নেমে আয়॥

সজল যে তোর চোখের চাওয়ায়
সাগর জলে জোয়ার জোগায়—
সেই নয়নের স্বপন দিয়ে
বন্‌-হরিণী আয় নেমে আয়

—*—

জৌনপুরী টোড়ি—দাদ্‌রা

শেষ হ'ল মোর এ জীবনে ফুল ফোটাবার পালা,
ওগো মরণ অর্ঘ্য লহ সেই কুসুমের ডালা।

কাট্‌লো কীটে ঝ'রল যে ফুল
শুকালো যে আশার মুকুল,
তাই দিয়ে হে মরণ তোমার গেঁথেছি আজ মালা॥

সুন্দর এই ধরণীতে কতই ছিল সাধ বাঁচিতে
হঠাৎ তোমার বাজ্‌লো বেণু বিদায়-করুণ ভৈরবীতে।

তোমার আঁধার-শান্ত কোলে
শ্রান্ত তনু পড়ুক ঢ'লে,
র সহেনা কুসুম-বিহীন কণ্টকের জ্বালা॥

ধানশ্রী—একতালা

কাঁদিছে তিমির-কুন্তলা সাঁঝ
আমার হৃদয়-গগনে।
এসো প্রিয়া এসো বধূ বেশে এই
বিদায়-গোধূলী-লগনে॥
দিনের চিতার রক্ত-আলোকে
শুভ-দৃষ্টি গো হবে চোখে চোখে,
আমার মরণ-উৎসব-ক্ষণে
শঙ্খ বাজুক সঘনে॥
চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া হের
খুঁজিছে মোদেরে তারাদল,
সজল-বসনা বাদল-পরীর
নয়ন করিছে ছলছল।
মরণে তোমারে পাইব বলিয়া
জীবনে ক'রেছি আরাধনা প্রিয়া,
এসো মায়ালোক-বিহারিণী মোর
কুহেলি-আঁধার স্বপনে॥

পিলু—কার্ফা

আসে রজনী, সন্ধ্যামণির প্রদীপ জ্বলে।
ছায়া-আঁচল-ঢাকা কানন-তলে॥

তিমির-দুকুল দুলে গগনে
গোধূলি-ধূসর সাঁঝ-পবনে,
তারার মাণিক অলকে ঝলে॥

পূজা-আরতি লয়ে চাঁদের থালায়
আসিল সে অস্ত-তোরণ নিরালায়।

ললাটের টীপ জ্বলে সন্ধ্যা-তারা,
গিরি-দরী বনে ফেরে আপন-হারা,
থামে ধীরে বিরহীর নয়ন-জলে॥

ভীমপলশ্রী মিশ্র—দাদ্‌রা

আজি কুসুম-দীপালি জ্বলিছে বনে ॥
জ্বলে দীপ-শিখা আম-মুকুলে
রাঙা পলাশে অশোকে বকুলে,
আসে সে আলোর টানে বন-তল
মৌ-মাছি প্রজাপতি দলে দল,
পু'ড়ে মরিতে সে রূপ-শিখাতে,
প্রাণ সঁপিতে বাসন্তিকাতে
পরিমল অঞ্জন মাখিয়া নয়নে ॥

হের　ঝিমায় আকাশ চাঁদের স্বপনে।
জ্বলে　গগনে তারার দীপালি
আজি　ধরাতে আকাশে মিতালী।
ধরা　চাঁপার গেলাস ভরিয়া
মধু　ঊর্দ্ধে তোলে গো ধরিয়া,
পান　করিতে সে মধু পরীরা
আসে　নেমে কাননে স-শরীরা।
বাজে　উৎসব-বাঁশী গগনে পবনে।
হের　ঝিমায় আকাশ চাঁদের স্বপনে

আজি　বাতাবি নেবুর কুঞ্জে
শ্যামা　দোয়েল মধুপ গুঞ্জে,
ফেরে　আকাশে পক্ষ প্রসারি,
মুকুল-　কিশোর স্বপন-পসারী।
সাড়া　জাগে বনে বনে সাজ-সাজ
এলো রে এলো রে ঋতুরাজ,
তাই　সেজেছে প্রকৃতি কুসুমী বসনে॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা

দোপাটি লো, লো করবী, নাই সুরভি, রূপ আছে।
রঙের পাগল রূপ-পিয়াসী সেই ভালো আমার কাছে ॥

গন্ধ-ফুলের জল্‌সাতে তোর
গুণীর সভায় নেইক আদর,
গুল্ম-বনে দুল্‌ হ'য়ে তুই দুলিস্‌ একা ফুল-গাছে ॥

লাজুক মেয়ে পল্লী-বধূ জল নিতে যায় একলাটি,
করবী নেয় কবরীতে, বেণীর শেষে দোপাটি।

গন্ধ ল'য়ে স্নিগ্ধ মিঠে
আলো ক'রে থাকিস্‌ ভিটে,
নাই সুবাস সাথে গায়ে কাঁটা,
সেই গরবে মন নাচে ॥

—*—

সিন্ধু—দাদ্‌রা

বাসন্তী রং সাড়ী প'রো
খয়ের রঙের টীপ্‌।
সাঁঝের বেলায় সাজ্‌বে যখন
জ্বাল্‌বে যখন দীপ্‌॥

দুলিয়ে দিও দোলন্‌-খোঁপায়
আমের মুকুল বকুল চাঁপায়,
মেখ্‌লা ক'রো কটি-তটে
শিউরে-ওঠা নীপ্‌॥

কর্ণ-মূলে দুল দুলিও দুলাল-চাঁপার কুঁড়ি,
বন্‌-অতসীর কাঁকন প'রো, কনক-গাঁদার চুড়ি।

আধখানা চাঁদ গরব ভরে
হাসে হাসুক আকাশ পরে,
তুমি বাকী আধখানা চাঁদ
ধরার মণি-দীপ্‌॥

——*——

ভৈরবী—একতালা

এস এস রস-লোক-বিহারী
এস মধুকর-দল।
এস নভোচারী স্বপন-কুমার
এস ধ্যান-নিরমল ॥

এস হে মরাল কমল-বিলাসী,
বুল্‌বুল্‌ পিক সুর-লোক-বাসী,
এস হে স্রষ্টা এস অ-বিনাশী
এস জ্ঞান-প্রোজ্জ্বল ॥

দীওয়ানা প্রেমিক এস মুসাফির
ধূলি-ম্লান তবু উন্নত শির,
অমরা-অমৃত-জয়ী এস বীর
আনন্দ-বিহ্বল ॥

মাতাল মানব করি' মাতামাতি
দশ হাতে যবে লুটে যশ-খ্যাতি,
তোমরা সৃজিলে নব দেশ জাতি
অগোচর অচপল ॥

খেল চির-ভোলা শত ব্যথা সয়ে,
সজ্ঘাত ওঠে সঙ্গীত হয়ে,
শত বেদনার শতদল লয়ে
লীলা তব অবিরল ॥

ভুলি অবহেলা অভাব বিষাদ
ধরনীতে আনো স্বর্গের স্বাদ,
লভি' তোমাদের পূণ্য প্রসাদ
পেনু তীর্থের ফল ॥

——*——

দেশ—একতালা

তোমাদের দান তোমাদের বাণী
পূর্ণ করিল অন্তর।
তোমাদের রস-ধারায় সিনানি'
হ'ল তনু শুচি সুন্দর॥
শান্ত উদার আকাশের ভাষা
মলিন মর্ত্ত্যে অমৃত পিপাসা
দিলে আনি, দিলে অভিনব আশা
গগন-পবন-সঞ্চর॥
বুলায়ে মায়ার অঞ্জন চোখে
লয়ে গেলে দূর কল্পনা-লোকে,
রাঙাল কানন পলাশে অশোকে
তোমাদের মায়া-মন্তর॥
ফিরদৌসের পথ-ভোলা পাখী
আনন্দ-লোকে গেলে সবে ডাকি'
ধূলি-ম্লান মন গেলে রঙে মাখি'
ছানিয়া সুনীল অম্বর॥

—*—

বেহাগ—খেম্‌টা

যেন ফিরে না যায় এসে আজ
বঁধুয়া ফিরে না যায়।
সখি দিস্‌নে তোরা তারে লাজ
বঁধুয়া ফিরে না যায়॥

পথ ভুল ক'রে
যায় আন-ঘরে জানি সই,
তবু আমারি সে রাজাধিরাজ
বঁধুয়া ফিরে না যায়॥

ফুল চুরি ওর পেশা
ও শুধু চোখের নেশা, জানি সই,
একা আমার ছবি তার হিয়া-মাঝ
বঁধুয়া ফিরে না যায়॥

সুন্দর ব'লে তায়
সকলে পাইতে চায়
সে পরালো মোরে প্রেমের তাজ
বঁধুয়া ফিরে না যায়॥

—*—

পিলু মিশ্র—কার্ফা

মদির আবেশে কে চলে ঢুলু-ঢুলু-আঁখি।
হেরিয়া পাপিয়া উঠিছে পিউ পিউ ডাকি ॥

আল্‌তা-রাঙা পায়ে আল্‌পনা আঁকে
পথের যত ধূলি তাই বুক পেতে থাকে,
দু'ধারে তরুলতা দেয় চরণ ফুলে ফুলে ঢাকি' ॥

তারি চোখের চাওয়ায় গো দোলা লাগে হাওয়ায়,
তালীবন তাল দিয়ে যায় তাল-ফেরতায়।
আকুল তানে গাহে বকুল-বনের পাখী ॥

তারি মুখ-মদের ছিটে
জোগায় ফুলে মধু মিঠে,
চাঁদের জৌলুস্ তাহারি রওশনী মাখি ॥

——*——

ভৈরবী—দাদ্‌রা

নাচে সুনীল দরিয়া আজি দিল্-দরিয়া
পূর্ণিমা চাঁদেরে পেয়ে।
কূলে তার ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর বাজে মিঠে আওয়াজে
নাচে জল-পরীর মেয়ে॥

তার জল-ছলছল কূলে কূলে
ফেনিল যৌবন ওঠে দু'লে,
চাঁদিনী-উজল তনু ঝলমল্
পরাণে উছল জাগে জোয়ার,
অধো ঘুমে আসে তার নয়ন ছেয়ে॥

জল-বালা মুক্তা-মালা গাঁথে নিরালা
চাঁদের তরে,
কাজল-বরণী তরুণী তটিনী চ'লেছে ধেয়ে॥

——*——

পিলু মিশ্র—কার্ফা

মহুয়া ফুলের মদির বাসে,
নেশাতে নয়ন ঝিমিয়ে আসে ॥

মাতাল পাপিয়া পিয়া পিয়া ডাকে,
দোলন-চাঁপার ঝুলন-শাখে,
মদালস বায়ে মন উদাসে ॥

নিঁদালি ছাওয়া চৈতালি হাওয়া,
স্বপনের ঘোর লাগে আকাশে।
মৌমাছির পাখা জড়িয়ে আসে ॥

——*——

স্বরলিপি

দেশ—দাদ্‌রা

দুপুর বেলাতে একলা পথে
ও কে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়।
ক্ষ্যাপা হাওয়াতে উড়িছে আঁচ্‌লা,
খোঁপা খুলিয়া খুলিয়া খুলিয়া যায়॥

ছল ক'রে জল যায় সে আনিতে
দেখিয়া গুরুজন ঘোমটা দিতে
ও সে ভুলিয়া ভুলিয়া ভুলিয়া যায়॥

কাহার গলার মালার তরে
আপন মনে আঁচল ভ'রে
ফুল তুলিয়া তুলিয়া তুলিয়া যায়॥

কার বিরহে পরাণ দহে,
কিশের নেশায় মদির মোহে
ও সে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া যায়॥

——*——

বেহাগমিশ্র—কার্ফা

শিউলি-তলায় ভোর বেলায়
কুসুম কুড়ায় পল্লী বালা।
শেফালি পুলকে ঝ'রে পড়ে মুখে
খোঁপাতে চিবুকে আবেশ-উতালা॥

ঘোমটা খুলিয়া তার পিঠে লুটায়,
শিথিল কবরী লুটিছে পায়,
নৃত্যের ভঙ্গে ফুল তোলে রঙ্গে,
আধো আঁধার বন তার রূপে উজালা॥

নিলাজ পাঁইজোরে তার ওঠে ঝঙ্কার রিনিঝিনি,
মন কয় চিনি চিনি,
এ কি গো বন-দেবীর সঙ্গিনী।
শিশির ধ'রে পায় আলতার রঙ্ চায়,
পাখী তারি গান গায় বনে নিরালা॥

—*—

সিন্ধু—ত্রিতালী

যৌবন-সিন্ধু টলমল টলমল,
প্রেমের ইন্দু আকাশে ঝলমল্ ।
হৃদয়-তটিনী জোয়ারে নেচে যায়,
তরঙ্গ-রঙ্গে ছলছল্ ছলছল্ ॥

অন্তর-মন্দির-বাসিনী আজি
আসিল আলোকে ফুল-সাজে সাজি
নাচুনী ছন্দে চলে সে আনন্দে
মৃদুল মন্দে দুলায়ে বনতল ॥

মল্লিকা অতসী ওঠে বনে বিকশি’
তার তনু-চন্দন-গন্ধে ।
বাজে চুড়ি ও কঙ্কণ মণি-বন্ধে,
কোকিল কুহরে কুহু অবিরল ॥

—•—

খাম্বাজ—কাফ্।

চারু চপল পায়ে যায় যুবতী গোরী।
আঁচলের পাল তু'লে সে চলে ময়ূর-পঙ্খী-তরী॥

আয় রে দেখিবি যদি ভাদরের ভরা নদী,
চলে কে বে-দরদী ভেঙে কূল গিরি-দরী॥

মুখে চাঁদের মায়া, কেশে তমাল-ছায়া,
এলোচুলে দু'লে দু'লে নেচে চলে হাওয়া-পরী॥

নয়ন-বানে মারে প্রাণে চরণ-ছোঁয়ায় জীবন দানে,
মায়াবিনী যাদু জানে, হা'র মানে উর্ব্বশী অপ্সরী॥

—*—

ভাটীয়ালি—কার্ফা

দুধে আলতায় রং যেন তার সোণার অঙ্গ ছেয়ে
সে ভিন্-গাঁয়েরই মেয়ে।
চাঁদের কথা যায় ভু'লে লোক তাহার মুখে চেয়ে।
সে ভিন্-গাঁয়েরই মেয়ে॥

ও-পারের ঐ চরে যখন চুল খু'লে সে দাঁড়ায়
কালো মেঘের ভিড়্ লেগে যায় আকাশের ঐ পাড়ায়।
পা ছুঁতে তার নদীর জলে জোয়ার আসে ধেয়ে।
সে ভিন্-গাঁয়েরই মেয়ে॥

চোখ তুলে সে মেঘের পানে ভুরু যখন হানে,
অম্‌নি ওঠে রামধনু গো সেই চাহনির টানে।
কপালের সে ঘাম মুছে গো আঁচল যখন খু'লে,
ধানের ক্ষেতে ঢেউ খে'লে যায় দরিয়া উঠে দু'লে,
আমি চোখের জলে খুঁজি তারেই দুখের তরী বেয়ে,
সে ভিন্‌গাঁয়েরই মেয়ে॥

ভাটিয়ালি—কার্ফা

আমার   ভাঙা নায়ের বৈঠা ঠে'লে
আমি   খুঁজে বেড়াই তারেই রে ভাই
যে গিয়েছে আমায় ফেলে ॥

আমার   তোদের মতই ঘর ছিল ভাই
এম্‌নি গাঙের কুলে,
সেই   ঘরেতে রূপের জোয়ার
উঠ্‌তো দু'লে দু'লে ।
সেই   সোনার পরী উড়ে গেছে
সোনার পাখা মেলে ॥

পায়ে চ'লে খুঁজি তারে, গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজি,
নাইতে চ'লে বৌ-ঝি, আমি ভাবি সে-ই বুঝি ।

চাঁদের দেশের মেয়ে সে ভাই গেছে বাপের বাড়ী,
মাটিতে মোর পা বাঁধা ভাই উ'ড়ে যেতে নারি ।
হারালে সব যায় পাওয়া ভাই,
শুধু   মানুষ নাহি মেলে ॥

——*——

কাফি—ঠুম্‌রী

বনে চলে বনমালি বনমালা দুলায়ে।
তমালে কাজল-মেঘে শ্যাম-তুলী বুলায়ে ॥

ললিত মধুর ঠামে কভু চলে কভু থামে,
চাঁচর চিকুরে বামে শিখি-পাখা দুলায়ে ॥

ডাকিছে রাখাল-দলে, "আয়রে কানাই" ব'লে,
ডাকে রাধা তরুতলে ঝুলনিয়া ঝুলায়ে ॥

যমুনার তীর ধরি' চলিছে কিশোর হরি,
বাজে বাঁশের বাঁশরী ব্রজনারী ভুলায়ে ॥

—*—

দেশ-জয়জয়ন্তী—একতালা

ঘন-ঘোর-মেঘ-ঘেরা দুর্দ্দিনে ঘনশ্যাম
ভূ-ভারত চাহিছে তোমায়।
ধরিতে ধরার ভার, নাশিতে এ হাহাকার
আরবার এস এ ধরায় ॥

নিখিল মানবজাতি কলহ ও দ্বন্দ্বে
পীড়িত শ্রান্ত আজি কাঁদে নিরানন্দে,
শঙ্খ পদ্ম হাতে এ ঘোর তিমির-রাতে
তিমির-বিদারী এস অরুণ-প্রভায় ॥

বিদূরিত কর এই নিরাশা ও ভয়
মানুষে মানুষে হোক প্রেম অক্ষয়।

কলিতে দলিতে এস এই দুখ পাপ তাপ,
দেহ বর সুন্দর, শেষ হোক অভিশাপ !
গদা ও চক্র করে অরিন্দম এস,
হত-মান দুর্ব্বল মাগিছে সহায় ॥

——*——

কীর্ত্তন

মোর পুষ্প-পাগল মাধবী কুঞ্জে
এইত প্রথম মধুপ গুঞ্জে,
তুমি যেয়োনা আজি যেয়োনা ॥
মম চন্দ্র-হসিত মাধবী নিশীথ
বিষাদের মেঘে ছেয়োনা ॥

হের তরুণ তমাল করুণ ছায়ায়
আসন বিছায়ে তোমারে সে চায়,
তোমার বাঁশীর বিদায়-সুরে
বনে কদম্ব-কেশর ঝুরে ;
ওগো অকরুণ ! ঐ সকরুণ গীতি গেয়োনা
তুমি যেয়োনা আজি যেয়োনা ॥

তোলা বন-ফুল রয়েছে আঁচলে
হয়নিক মালা গাঁথা,
বকুলের ছায়ে নব কিশলয়ে
হয়নি আসন পাতা।
মুকুলিকা মোর কামনা সলাজ
দলিও না পায়ে, হে রাজাধিরাজ !
মম অধরের হাসি করিওনা বাসি,
পরবাসী, যেতে চেয়োনা !
তুমি যেয়োনা আজি যেয়োনা ॥

কানাড়া মিশ্র—রূপক

মনে যে মোর মনের ঠাকুর
তারেই আমি পূজা করি,
আমার দেহের পঞ্চভূতের
পঞ্চপ্রদীপ তু'লে ধরি' ॥
ফকির যোগী হয়ে বনে
ফিরি না তার অন্বেষণে,
মনের দুয়ার খু'লে দেখি
রূপের জোয়ার, মরি মরি ॥
আছেন যিনি ঘিরে আমায়
তাঁরে আমি খুঁজ্‌ব কোথায়,
সমুদ্রেরে খুঁজে বেড়াই
সমুদ্রেতেই ভাসিয়ে তরী ॥
মন্দিরের ঐ বদ্ধ খোঁপে
ঠাকুর কি রয় পূজার লোভে?
মনের ধোঁওয়া বাড়াও আরো
ধূপের ধোঁওয়ায় পায় না হরি ॥

—*—

ভৈরবী—একতালা

এই দেহেরই রঙ্‌মহলায়
খেলিছেন লীলা-বিহারী।
মিথ্যা মায়া নয় এ কায়া
কায়ায় হেরি ছায়া তাঁরি॥

রূপের রসিক রূপে রূপে
খেলে বেড়ায় চুপে চুপে,
মনের বনে বাজায় বাঁশী
মন-উদাসী বন-চারী॥

তার খেলা-ঘর তোর এ দেহ,
সে ত নহে অন্য কেহ
সে যে রে তুই,—তবু মোহ
ঘুচ্‌লনা তোর হায় পূজারী।

খুঁজিস্ তারে ঠাকুর-পূজায়
উপাসনায় নামাজ রোজায়,
চা'ল কলা আর সিন্নি দিয়ে
ধর্‌বি তারে, হায় শিকারী !
পালিয়ে বেড়ায় মন-আঙিনায়
সে যে শিশু প্রেম-ভিখারী
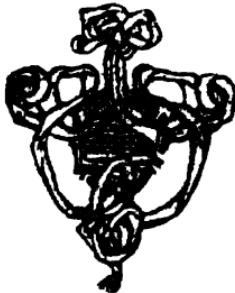
(ভৈরবী) ভজন—কার্ফা

হে চির-সুন্দর, বিশ্ব চরাচর
তোমারি মনোহর রূপের ছায়া।
রবিশশী তারকায় তোমারি জ্যোতি ভায়
রূপে রূপে তব অরূপ কায়া ॥

দেহের সুবাস তব কুসুম-গন্ধে,
তোমার হাসি হেরি শিশুর আনন্দে,
জননীর রূপে তুমি আমাদেরে যাও চুমি'
তব স্নেহ-প্রেমরূপ—কন্যা জায়া ॥

হে বিরাট শিশু ! এ যে তব খেলনা—
ভাঙা গড়া নিতি নব, দুখ শোক বেদনা।

শ্যামল পল্লবে সাগর-তরঙ্গে
তব রূপ লাবণী দু'লে ওঠে রঙ্গে,
বিহগের কণ্ঠে তব মধু কাকলি,
মায়াময় ! শত রূপে বিছাও মায়া ॥

——*——

পিলু বারোয়াঁ—ত্রিতালী

(দ্বৈত গান)

উভয়ে— কপোত কপোতী উড়িয়া বেড়াই
সুদূর বিমানে আমরা দুজনে।
কানন কান্তার শিহরি' উঠে
মোদের প্রণয়-মদির কূজনে॥

স্ত্রী— ভ্রমর গুঞ্জে মঞ্জুল গীতি
হেরিয়া আমার বঁধুর প্রীতি
পুরুষ— আমার প্রিয়ার নয়নে চাহি
কুসুম ফুটে ওঠে বিপিনে বিজনে॥

স্ত্রী— তোমা ছাড়া স্বর্গ চাহিনা প্রিয়।
মোদের প্রেমে চাঁদ আসে নেমে
মাটির পাত্রে পান করি অমিয়।
পুরুষ— বিশ্ব ভুলায়ে ঐ রাঙা পায়ে
আমারে বেঁধেছ জীবনে মরণে॥

—*—

কাফি মিশ্র—কার্ফা

এ কোথায়—আসিলে হায় তৃষিত ভিখারী
হায় পথ ভোলা পথিক হায় মৃগ মরুচারী ॥

তোমার আমার পথে প্রিয় ছিলাম যবে পরাণ পাতি
সেদিন যদি আসিতে নাথ হইতে ব্যাথার সাথী।
ধোওয়ালে নয়ন জলে পা মুছাতাম আকুল কেশে
আজ কেন দিবা শেষে এলে নাথ মলিন বেশে
হায় বুকে লয়ে ব্যথা আসিলে ব্যথাহারী ॥

স্মৃতির যে শুকাল মালা যতনে রেখেছি তুলি
ছুঁইয়ে সে হার ঝরাওনা ম্লান তার কুসুমগুলি
হায় জ্বলুক বুকে চিতা তায় ঢেলো না আর বারি ॥

গৌড়-সারং—কাওয়ালী

চম্পক-বরণী টলমল তরণী
চলে শ্যামা তরুণী যৌবন-গরবী।
ডাকে দূর পারাবার ডাকে তারে বন-পার,
লালসে ঝরে তার পায়ে রাঙা করবী ॥

চলে বালা দু'লে, দু'লে,
এলো-খোঁপা পড়ে খু'লে,
চাহে ভ্রমর কুসুম ভু'লে
তনুর তার সুরভি ॥

নাচের ছন্দে দোদুল্
টলে তার চরণ চটুল,
হরিণী চায় পথ-বেভুল,
মায়া-লোক-বিহারিণী রচি' চলে ছায়া-ছবি ॥

—*—

সিন্ধু মিশ্র—কার্ফা

শিউলি ফুলের মালা দোলে
শারদ-রাতের বুকে ঐ।
এমন রাতে একলা জাগি
সাথে জাগার সাথী কই॥

বকুল বনে একলা পাখী
আকুল হ'ল ডাকি' ডাকি',
আমারও প্রাণ থাকি থাকি'
তেম্‌নি ডেকে ওঠে সই॥

কবরীতে করবী ফুল পরিয়া প্রেমে গরবিনী
ঘুমায় বঁধুর বাহু-পাশে, ঝিমায় দ্বারে নিশীথিনী
ডাকে আমায় দূরের বাঁশী
কেমনে আর ঘরে রই॥

——*——

কেদারা—একতালা

স্বদেশ আমার ! জানিনা তোমার
শুধিব মা কবে ঋণ ।
দিনের পরে মা দিন চ'লে যায়
এলনা সে শুভদিন ॥

খাই দাই আর আরামে ঘুমাই
পাগলের যেন ব্যথা-বোধ নাই,
ললাট-লিখন বলিয়া এড়াই
ভীরুতা, শক্তি ক্ষীণ ।
তুমি অভাগিনী, সন্তান তব
সমান ভাগ্যহীন ॥

কত শতাব্দী করেছি মা পাপ
মানুষেরে করি ঘৃণা,
জানি মা মুক্তি পাবনা তাহার
প্রায়শ্চিত্ত বিনা।

স্বদেশ বলিতে বুঝেছি কেবল
দেশের পাহাড় মাটী বায়ু জল,
দেশের মানুষে ঘৃণা করি'
চাই করিতে দেশ স্বাধীন।
যত যেতে চাই তত পথে তাই
হই মা ধূলি-বিলীন॥

ক্ষুদ্র ম্লেচ্ছ কাঙাল ভাবিয়া
রেখেছি যাদেরে চরণে দাবিয়া
তাদের চরণ-ধূলি মাখি যদি
আসিবে সে শুভদিন।
নূতন আলোকে জাগিবে পুলকে
জননী ব্যথা-মলিন॥

—*—

পাহাড়ী—একতালা

স্বপ্নে দেখেছি ভারত-জননী
তুই যেন রাজরাজেশ্বরী।
নবীন ভারত! নবীন ভারত!
স্তব-গান ওঠে ভুবন ভরি'॥

শস্যে ফসলে ডেকেছে মা বান,
মাঠে ও খামারে ধরেনাকো ধান,
মুখ-ভরা হাসি, হাসি-ভরা প্রাণ,
নদী-ভরা যেন পণ্য-তরী॥

পড়ুয়ারা পড়ে বকুল-ছায়ে
সুস্থ সবল আদুল গায়ে,
মেয়েরা ফিরিছে মুক্ত বায়ে
কল-ভাষে দিক মুখর করি'।

ভুলিয়া ঈর্ষ্যা ভোগ আসক্তি
ধরার ক্লান্ত অসুর-শক্তি
এসেছে শিখিতে প্রেম ও ভক্তি
নব ভারতের চরণ ধরি' ॥

তব প্রেমে তব শুভ ইঙ্গিতে
অভাব যেন মা নাই পৃথিবীতে,
স্বর্গ নামিয়া এসেছে মাটীতে
শুধু আনন্দ পড়িছে ঝরি' ॥

অগ্নিগিরি

মার্চ্চের সুর

দুরন্ত দুর্ম্মদ প্রাণ অফুরান
গাহে আজি উদ্ধত গান।
লঙ্ঘি গিরি দরী
ঝঞ্ঝা-নূপুর পরি'
ফেরে মন্থন করি' অসীম বিমান॥

আমাদের পদভরে ধরা টলমল,
অগ্নিগিরি ভয়ে মন্থর নিশ্চল,
কম্প্রমানা ধরা শান্ত অটল
চরণে লুটায় ঘোর সিন্ধু-তুফান॥

মোরা উচ্ছৃঙ্খল ঘোর স্পর্দ্ধাভরে
ভাঙি দ্বার নিষেধের বজ্র-করে,
করি অসম্ভবের পানে নব অভিযান॥

মোদেরে প্রণমি যায় কাল-ভৈরব
আমাদের হাতে মৃত্যুর পরাভব,
মৃত্যু নিঙাড়ি' আনি জীবন-আসব
মানুষে করেছি মোরা মহামহীয়ান॥

———*———

পেগ্যান্‌

জগতে আজিকে যারা আগে চলে ভয়-হারা
ডেকে যায় আজি তারা, চল্‌ রে সুমুখে চল্‌।
পিছু পানে চেয়ে মিছে প'ড়ে আছি সব নীচে,
চাস্‌নে রে তোরা পিছে অগ্র-পথিক দল ॥

চলার বেগে উঠ্‌বে জেগে বনে নূতন পথ,
বর্ত্তমানের পানে মোদের চল্‌বে অরুণ-রথ,
অতীত্‌ আজি পতিত্‌ রে ভাই, রচ্‌ব ভবিষ্যৎ,
স্বর্গ মোরা আন্‌ব, না হয় যাব রসাতল ॥

রইবনা পিছে প'ড়ে
অতীতের কঙ্কাল ধ'রে
বইবে নব জীবন-স্রোত
যৌবন-চঞ্চল।
বিশ্ব-সভাঙ্গনে সকল জাতির সনে
বসিব সম আসনে গৌরব-উজ্জ্বল ॥

বাউল—লোফা

আমার দেশের মাটী
ও ভাই খাঁটি সোণার চেয়ে খাঁটি ॥

এই দেশেরই মাটী জলে
এই দেশেরই ফুলে ফলে
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা
পিয়ে এরি দুধের বাটী ॥

এই মায়েরই প্রসাদ পেতে
মন্দিরে এর এঁটো খেতে
তীর্থ ক'রে ধন্য হ'তে আসে কত জাতি।
এই দেশেরই ধূলায় পড়ি'
মাণিক যায় রে গড়াগড়ি,
বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙাল
এই দেশেরই জিয়ন-কাঠি ॥

এই মাটি এই কাদা মেখে
এই দেশেরই আচার দেখে
সভ্য হ'ল নিখিল ভুবন দিব্য পরিপাটি।
এই সন্ন্যাসিনী সকল দেশে
জ্বাল্‌ল আলো ভালোবেসে
মা আঁধার রাতে এক্‌লা জাগে
আগ্‌লে রে এই শ্মশান-ঘাঁটী॥

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

গঙ্গা সিন্ধু নর্ম্মদা কাবেরী যমুনা ঐ
বহিয়া চলেছে আগের মতন
কই রে আগের মানুষ কই ॥

মৌনী স্তব্ধ সে হিমালয়
তেমনি অটল মহিম-ময়
নাহি তার সাথে সেই ধ্যানী ঋষি,
আমরাও আর সে জাতি নই ॥

আছে সে আকাশ—ইন্দ্র নাই,
কৈলাসে সে যোগীন্দ্র নাই,
অন্নদা-সুত ভিক্ষা চাই
কি কহিব এরে কপাল বই ॥

সেই সে আগ্রা দিল্লী ভাই
আছে প'ড়ে, সেই বাদশা নাই,
নাই কোহিনূর ময়ূর তখ্‌ত্‌
নাই সে বাহিনী বিশ্বজয়ী ॥

আমরা জানিনা, জানেনা কেউ
কূলে ব'সে কত গণিব ঢেউ,
অনেক সয়েছি, সহিব এও
দুখ তাপ শোক আরো কতই ॥

ইস্‌লামী গান

মর্সিয়া

এল শোকের সেই মোহর্‌রম্ কার্‌বালার স্মৃতি লয়ে।
আজি বে-তাব বিশ্ব মুস্‌লিম সেই শোকে রোয়ে রোয়ে ॥

মনে পড়ে আস্‌গরে আজ পিয়াসা দুধের বাচ্চায়
পানি চাহিয়া পেল শাহাদত হোসেনের বক্ষে রয়ে ॥

এক হাতে বিবাহের কাঙন এক হাতে কাসেমের লাশ,
বেহোশ্ খিমাতে সকিনা অসহ বেদনা সয়ে ॥

ঝরিছে আঁখিতে খুন হায় জয়নাল বেহোশ্ কেঁদে
মানুষ ব'লে সহে এত পাথরও যেত ক্ষয়ে ॥

শূন্য পিঠে কাঁদে দুল্‌দুল্ হজরত্ হোসেন শহীদ্,
আস্‌মানে শোকের বারেষ্ ঝরে আজি খুন হয়ে ॥

—*—

দেশ—কাওয়ালী

বহিছে সাহারায় শোকের "লু" হাওয়া,
দুলে অসীম আকাশ আকুল রোদনে।
নূহের প্লাবন আসিল ফিরে যেন
ঘোর অশ্রু শ্রাবণ-ধারা ঝরে সঘনে ॥

হায় হোসেনা হায় হোসেনা বলি'
কাঁদে গিরি দরী মরু বনস্থলী,
কাঁদে পশু ও পাখী তরুলতার সনে ॥

ফকীর বাদশাহ্ গরীব ওমরাহে
কাঁদে তেমনি আজো, তারি মর্সিয়া গাহে,
বিশ্ব যাবে মু'ছে, মুছিবেনা এ আঁসু,
চির, কাল ঝরিবে কালের নয়নে ॥

ফল্গুধারা সম সেই কাঁদন-নদী
কুল্-মুস্‌লিম চিতে বহে গো নিরবধি,
আস্‌মান ও জমীন্ রহিবে যতদিন
সবে কাঁদিবে এমনি আকুল কাঁদনে ॥

ভৈরবী—কার্ফা

ঈদজ্জোহার চাঁদ হাসে ঐ
এল আবার দুস্‌রা ঈদ।
কোর্‌বানী দে কোরবানী দে,
শোন্‌ খোদার ফরমান তাকীদ্‌॥

এম্‌নি দিনে কোরবাণী দেন
পুত্রে হজরত ইব্‌রাহিম,
তেম্‌নি তোরা খোদার রাহে
আয় রে হবি কে শহীদ॥

মনের মাঝে পশু যে তোর
আজকে তারে কর্‌ জবে্‌হ
পুল্‌সরাতের পুল হ'তে পার
নিয়ে রাখ্‌ আগাম রশীদ॥

গলায় গলায় মিল্‌ রে সবে
ভু'লে যা ঘরোয়া বিবাদ,
শির্‌নী দে তুই শিরীন্ জবান
তশ্‌তরীতে প্রেম মফিদ্ ॥

মিলনের আর্‌ফাত ময়দান
হোক আজি গ্রামে গ্রামে,
হজের অধিক পাবি সওয়াব
এক হ'লে সব মুস্‌লিমে।
বাজ্‌বে আবার নুতন ক'রে
দীনী ডঙ্কা, হয় উমীদ ॥

—*—

ইমন মিশ্র—পোস্তা

তওফিক দাও খোদা ইস্‌লামে

মুস্‌লিম-জাঁহা পুনঃ হোক আবাদ।

দাও সেই হারানো স্থল্‌তানত্‌,

দাও সেই বাহু, সেই দিল্‌ আজাদ ॥

দাও বে-দেরেগ্‌ তেগ্‌ জুল্‌ফিকার

খয়বর-জয়ী শেরে-খোদার,

দাও সেই খলিফা সে হাশ্‌মত্‌

দাও সেই মদিনা সে বোগ্‌দাদ ॥

দাও সে হাম্‌জা সেই বীর ওলিদ

দাও সেই ওমর হারুণ-অল্‌-রশীদ,

দাও সেই সালাহ্‌উদ্দীন আবার

পাপ দুনিয়াতে চলুক জেহাদ ॥

দাও সেই রুমী সাদী হাফিজ
সেই জামী খৈয়াম্ সে তব্রিজ্।
দাও সে আকবর সেই শাহজাহান
সেই তাজমহলের স্বপ্ন-সাধ ॥

দাও ভায়ে ভায়ে সেই মিলন
সেই স্বার্থত্যাগ সেই দৃপ্ত মন,
হোক্ বিশ্ব-মুস্লিম এক-জামাত
উড়ুক নিশান ফের যুক্ত-চাঁদ ॥

হাম্বীর মিশ্র—কার্ফা

সাহারাতে ডেকেছে আজ বান, দেখে যা ।
মরুভূমি হ'ল গুলিস্তাঁন, দেখে যা ॥

সেই বানেরই ছোঁওয়ায় আবার আবাদ হ'ল দুনিয়া,
শুক্‌নো গাছে মুঞ্জরিল প্রাণ দেখে যা ॥

বিরান মুলুক আবার হ'ল গুলে গুলে গুল্‌জার
মক্কাতে আজ চাঁদের বাথান, দেখে যা ॥

সেই দরিয়ায় পারাপারের তরী ভাসে কোর্‌আন,
ওড়ে তাহে কলেমার নিশান, দেখে যা ॥

কাণ্ডারী তার বন্ধু খোদার হজরত্‌ মোহাম্মদ
যাত্রী—যারা এনেছে ইমান দেখে যা ॥

সেই বানে কে ভাস্‌বি রে আয়
যাবি রে কে ফির্‌দৌস্‌,
খেয়া-ঘাটে ডাকিছে আজান, দেখে যা ॥

—*—

সিন্ধু-ভৈরবী—কার্ফা

উম্মত্ আমি গুনাহ্‌গার
তবু ভয় নাহি রে আমার।
আহ্‌মদ আমার নবি
যিনি খোদ্ হবিব খোদার॥

যাঁহার উম্মত্ হ'তে চাহে সকল নবী।
তাঁহারি দামন ধরি'
পুল্‌সরাত হব হব পার॥

কাঁদিবে রোজ-হাশরে সবে
যবে নফসি য়্যা নফ্‌সি রবে,
য়্যা উম্মতী ব'লে একা
কাঁদিবেন আমার মোখ্‌তার॥

কাঁদিবেন সাথে মা ফাতেমা
ধরিয়া আরশ্ আল্লার
হোসায়নের খুনের বদ্‌লায়
মাফী চাই পাপী সবাকার ॥

দোজখ্ হয়েছে হারাম
যে দিন পড়েছি কলেমা
যেদিন হয়েছি আমি
কোরানের নিশান-বর্দ্দার ॥

———*———

পিলুমিশ্র—কার্ফা

ফিরি পথে পথে মজ্‌নুঁ দীওয়ানা হয়ে।
বুকে মোর এয়্‌ খোদা তোমারি এশ্‌ক্‌ লয়ে ॥

তোমার নামের তস্‌বিহ্‌ লয়ে ফিরি গলে,
দুনিয়াদার বোঝেনা মোরে পাগল বলে,
ওরা চাহে ধনজন আমি চাহি প্রেম-ময়ে ॥

আছ সকল ঠাঁয়ে শু'নে বলে সবে
এম্‌নি চোখে তোমার দিদার কবে হবে,
আমি মনসুর নহি যে পাগল হব "আনাল্‌হক" কয়ে ॥

তোমার হবিবের আমি উন্মত এয়্‌ খোদা,
তাইতো দেখিতে তোমায় সাধ জাগে সদা,
আমি মুসা নহি যে বেহোশ্‌ হয়ে পড়্‌ব ভয়ে ॥

তোমারি করুণায় যাবই তোমায় জেনে,
বসাব মোর হৃদে তোমার আর্শ্‌ এনে,
আমি চাইনা বেহেশ্‌ত, রব বেহেশ্‌তের মালিক লয়ে ॥

——*——

পাহাড়ী মিশ্র—কার্ফা

ভুবন-জয়ী তোরা কি হায় সেই মুসলমান।
খোদার রাহে আন্‌ল যারা দুনিয়া না-ফর্‌মান॥

এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকাতে যাহাদের তক্‌বীর
হুঙ্কারিল, উড়্‌ল যাদের বিজয়-নিশান॥

যাদের নাঙ্গা তলোয়ারের শক্তিতে সেদিন
পারস্য আর রোম রাজত্ব হইল খান্‌খান্‌॥

শুক্‌নো রুটী খোর্মা খেয়ে যাদের খলিফা,
হেলায় শাসন করিল রে অর্দ্ধেক জাহান॥

যাদের নবী কম্‌লিওয়ালা শাহান্‌শাহ হয়ে
আজকে তারা বিলাস-ভোগের খুলেছে দোকান॥

সিংহ-শাবক ভু'লে আছিস্‌ শৃগালের দলে,
দুনিয়া আবার পায়ে কি তোর হবে কম্পমান॥

—*—

ইমন মিশ্র—একতালা

১ বাজিছে দামামা, বাঁধ রে আমামা

শির উঁচু করি মুসলমান।

দাওত এসেছে নয়া জমানার

ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান ॥

মুখেতে কল্‌মা হাতে তলোয়ার,

বুকে ইস্‌লামী জোশ্‌ দুর্ব্বার,

হৃদয়ে লইয়া এশ্‌ক্‌ আল্লার

চল্‌ আগে চল্‌ বাজে বিষাণ।

ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ্‌

বাঁধা যে রে তোর পাক কোরান ॥

নহি মোরা জীব ভোগ বিলাসের,

শাহাদত্‌ ছিল কাম্য মোদের ;

ভিখারীর সাজে খলিফা যাদের

শাসন করিল আধা জাহান—

তারা আজ পড়ে' ঘুমায় বেহোশ্‌

বাহিরে বহিছে ঝড় তুফান ॥

ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর্,
তখনো জাগিনি যখন জোহর,
হেলা ও খেলায় কেটেছে আসর
মগ্‌রেবের আজ শুনি আজান।
জমাত্-শামিল হও রে এশাতে
এখনো জমাতে আছে স্থান॥

শুক্‌নো রুটীরে সম্বল ক'রে
যে ইমান আর যে প্রাণের জোরে
ফিরেছি জগৎ মন্থন ক'রে
সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন।
আল্লাহুআকবর্ রবে পুনঃ
কাঁপুক বিশ্ব দূর বিমান॥

—*—

ভৈরবী মিশ্র—কার্ফা

খোদার হবিব হ'লেন নাজেল
খোদার ঘর ঐ কাবার পাশে।
ঝুঁকে পড়ে আর্শ্ কুর্শী,
চাঁদ সুরুয্ তাঁয় দেখ্‌তে আসে॥

ভেঙে পড়ে মূরত-মন্দির,
লা'ত-মানাত্, শয়তানী তখ্‌ত্,
"লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু"র
উঠিছে তক্‌বীর আকাশে॥

খুশীর মউজ তুফান তোরা
দেখে যা মরুভূমে,
কোহ-ই-তূরের পাথরে আজ
বেহেশ্‌তী ফুল ফু'টে হাসে॥

য়্যেতিম্-তারণ য়্যেতিম্ হয়ে
এল রে এই দুনিয়ায়,
য়্যেতিম মানুষ-জাতির ব্যথা
নৈলে এমন বুঝ্‌তনা সে ॥

সূর্য্য ওঠে, ওঠে রে চাঁদ,
মনের আঁধার যায়না তায়,
হৃদ্-গগন যে কর্‌ল রওশন্
সেই মোহাম্মদ ঐ রে হাসে ॥

আপন পূণ্যের বদ্‌লাতে যে
মাগিল মুক্তি সবার,
উম্মতি উম্মতি কয়ে
দেখ্‌ আঁখি তাঁর জলে ভাসে ॥

—*—

বেহাগ—কার্ফা

মর্‌হাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল্‌-আরবী।
বাদ্‌শারও বাদ্‌শাহ নবীদের রাজা নবী॥

ছিলে মিশে আহাদে আসিলে আহমদ্‌ হয়ে,
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার এলে খোদার সনদ্‌ লয়ে
মানুষে উদ্ধারিলে মানুষের আঘাত সয়ে,
মলিন দুনিয়ায় আনিলে তুমি সে বেহেশ্‌তী ছবি॥

পাপের জেহাদ-রণে দাঁড়াইলে তুমি একা,
নিশান ছিল হাতে "লা শরীক আল্লাহ্‌" লেখা,
গেল দুনিয়া হ'তে ধুয়ে মুছে পাপের রেখা,
বহিল খুশীর তুফান উদিল পুণ্যের রবি॥

———*———

ভীমপলশ্রী—কার্ফা

মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লে আলা
তুমি বাদ্‌শারও বাদ্‌শাহ্ কম্‌লিওয়ালা ॥
পাপে-তাপে-পূর্ণ আঁধার ছুনিয়া
হ'ল পূণ্য বেহেশ্‌তী নূরে উজালা ॥
গুণাহ্‌গার উম্মত লাগি তব
আজো চয়ন্ নাহি কাঁদিছ নিরালা ॥
কিয়ামতে পিয়াসা উম্মত্ লাগি
দাঁড়ায়ে রবে লয়ে তহুরার পিয়ালা ॥
জ্বলিবে হাশর দিনে দ্বাদশ রবি,
নফ্‌সি নফ্‌সি ক'বে সকল নবি,
য়্যা উম্মতী য়্যা উম্মতী একেলা তুমি
কাঁদিবে খোদার পাক আর্শ্ চুমি—
পাপী উম্মত ত্রাণ তব জপমালা ॥
করে আউলিয়া আম্বিয়া তোমারি ধ্যান
তব গুণ গাহিল নিজে আল্লাহ্‌তা'লা ॥

——*——

দেশীটোড়ি মিশ্র—কার্ফা

তোমারি প্রকাশ মহান এ নিখিল দুনিয়া জাহান।
তোমারি জ্যোতিতে রওশন্ নিশিদিন জমীন ও আস্‌মান॥

নিখিল কোটি তপন চাঁদ খুঁজিয়া তোমারে প্রভু,
কত দাউদ ঈসা মুসা করিল তব গুনগান॥

তোমারে কত নামে হায় ডাকিছে বিশ্ব শিশুর প্রায়,
কত ভাবে পূজে তোমায় ফেরেশ্‌তা হুর পরী ইন্‌সান॥

নিরাকার তুমি নিরঞ্জন ব্যাপিয়া আছ ত্রিভুবন,
পাতিয়া মনের সিংহাসন ধরিতে চাহে তবু প্রাণ॥